সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ২০ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

ঋতু বদলের সঙ্গে এ দেশের মানুষের পোশাক, খাদ্য ও অভিরুচিতে আসে পরিবর্তন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এ দেশের মানুষের মৌসুমি ফ্যাশনের প্রতি সচেতনতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বিকাশমান বুটিক শিল্পের কর্মতৎপরতা। তাদের ফ্যাশন ডিজাইনের প্রতি চাহিদা। এ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বুটিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবারের গ্রীষ্মের পোশাক প্রস্তুত করেছে। ঘরে-বাইরে এনে দিয়েছে স্বস্তি। মূলত বুটিক শিল্প আমাদের দেশে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঈদ ফ্যাশন ক্যাটালগের পাশাপাশি মৌসুমি ফ্যাশন ক্যাটালগও প্রকাশ করে আসছে।

এখন পোশাক শুধু দেখতে সুন্দর হলেই হয় না, হওয়া চাই আরামদায়কও। তাই গ্রীষ্ম মৌসুমে সুতির বিকল্প নেই। তবে তাঁত বা পাতলা যেকোনো কাপড়ও মানিয়ে যায়। কাপড় পাতলা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ নির্বাচনেও এ সময় গুরুত্ব দেয়া হয়।

ক্রেতার চাহিদা মাথায় রেখেই দেশের ফ্যাশন হাউজগুলো প্রতিনিয়ত নিয়ে আসছে বিভিন্ন ডিজাইন আর মোটিফের পোশাক। কিছু ফ্যাশন হাউজ আছে, যারা স্যাটেলাইট সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পোশাকের ডিজাইনে পরিবর্তন আনছে। এর বিপরীত চিত্রও কম নয়। গত তিন দশকে দেশে গড়ে উঠেছে বেশকিছু অভিজাত ফ্যাশন হাউজ। ডিজাইন আর রুচিতে এদের স্বকীয়তা প্রশংসিত।

বিকাশমান এই শিল্পের প্রতি সরকারের নেই কোনো পৃষ্ঠপোষকতা। উপরন্তু ছোট পুঁজির প্রতিষ্ঠানের ওপর বসানো হচ্ছে ভ্যাট, শুল্ক। অথচ বুটিক শিল্প দেশে সৃষ্টি করেছে পেশার নতুন ক্ষেত্র। দেশী কাপড়, ফ্যাশনে তৈরি পোশাক অর্থের সাশ্রয় এনে দিচ্ছে। সরকারের উচিত এ শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয়, সহযোগিতা করা। তাহলেই বুটিক শিল্প এগিয়ে যেতে পারবে।

এ বছর নানা রঙ ও মোটিফের মনোলোভা সব পোশাকের পসরা সাজিয়েছে বুটিক হাউজগুলো। ক্রেতার স্টাইল, আরাম ও বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করেছে আরামদায়ক পোশাক। ব্লক, ব্রাশ, টাইডাই, ভেজিটেবল ডাই, স্প্রে, অ্যাপলিক, এমব্রয়ডারি ছাড়াও চুমকির কাজের প্রাধান্য চোখে পড়ছে এবারের সামার ফ্যাশনে। তাঁত এবং সুতির কাপড়ে ব্লক, স্প্রে, টাইডাইয়ের সাহায্যে মনোরম কাজ করা হয়েছে। ব্রাশের কাজ ও হ্যান্ড পেইন্টের বাহার তো রয়েছেই। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই মৌসুমি ফ্যাশন ক্যাটালগ সঠিক পোশাক নির্বাচনে আপনাকে সহায়তা করবে।

8 el 8 msL¨v 1 RjvB 2005